কালের কণ্ঠ

তারিখ ..02 FEB 2014 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

ছবি : কালের কণ্ঠ

গতকাল জাতীয় কবিতা উৎসব উদ্বোধন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের উদ্দেশে শোভাযাত্রা বের করা হয়।

জাতীয় কবিতা উৎসব শুরু

কবিতা রুখবে ষড়যন্ত্রের দানব

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ▶

'কবিতা সহে না দানব-যাতনা'—এ স্লোগানে দুই দিনব্যাপী জাতীয় কবিতা উৎসব শুরু হয়েছে গতকাল শনিবার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাশে হাকিম চত্বরে আয়োজিত এ উৎসবে দেশ-বিদেশের কবি-লেখকরা অংশ নিচ্ছেন। সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক উৎসবের উদ্বোধন করেন। এবারের উৎসব কবি ও ছড়াকার লুৎফর রহমান সরকার ও কবি দিলওয়ারের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। এ ষড়যন্ত্রী দানবের যাতনা থেকে মুক্তি পেতে কবিতার মাধ্যমে সোচ্চার হতে হবে। এ দানবকে কবিতা দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে সকাল ১০টায় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে শুরু হয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মাজার এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও শিল্পী কামরুল হাসানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। পরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শোভাযাত্রা শেষ হয়। এরপর অংশগ্রহণকারীরা হাকিম চত্বরে ফেরে। সকাল পৌনে ১১টায় উৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। জাতীয় সংগীত গাওয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর সাম্প্রতিক সময়ে যেসব বরেণ্য ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের জন্য শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সৈয়দ শামসুল হক বলেন, 'দীর্ঘ আটাশ বছর আগে ঘোর দুঃসময়ে শৃঙ্খল-মুক্তির লক্ষ্যে কবিতা উৎসবের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এখনো দেশে দানব রয়েছে। তাদের যাতনা থেকে মুক্ত হতে হলে কবি-সাহিত্যিকদের মিলিত হতে হবে। সুন্দর ও সত্যের পক্ষে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি ও অস্ত্র চোরাচালানকারী ১৪ জনের ফাঁসিতে জাতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এ শুভদিনকে ত্বরান্বিত করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, যাতে পরাজিত শক্তি আবার মাথাচাড়া দিতে না পারে।'

কবিতা পরিষদের সভাপতি হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, 'এখন যে দ্বিধা ও ভেদের একটি ক্ষীণ চিত্র বিরাজ করছে, যে অপচ্ছায়া বুঝিবা ভ্রান্তিবশত অগ্রজ ও অনুজের মধ্যে সংক্রামিত; আসুন শ্রদ্ধা-প্রীতিতে, সহমর্মিতা ও সারল্যের পরিক্রমায় দূর করি।...আমাদের সকল সংকট, সংশয় ও স্বার্থকে হটিয়ে আমরাই নির্মাণ করি এক মানব-বাংলাদেশ, কবিতা-বাংলাদেশ ও স্বপ্ন-বাংলাদেশ।'

কবিতা উৎসবের আহ্বায়ক মুহাম্মদ সামাদ বলেন, গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারকাজ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখন হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে সাম্প্রদায়িক হামলা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রকে অকার্যকর করতে বাসে আগুন দেওয়া হচ্ছে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে; সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা করা হচ্ছে। তাজা রক্ত ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত মাতৃভূমির নিদারুণ সঙ্কিক্ষণে কবিরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবিতার মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন।

সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে 'পোয়েট্রি ইন স্ক্যান্ডিনেভিয়া : আ বেঙ্গলি রিফ্লেকশন' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিদেশি কবিদের জন্য বিশেষ এ আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। তিনি বলেন, 'কবিতা হোক সকল প্রতিবাদের ভাষা। শৃঙ্খল-মুক্তির লক্ষ্যে আমাদের অভিযাত্রা পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির মরণ ছোবলে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কবিতার মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।'

প্রথম দিনে চার পর্বে কবিতা পাঠ করেন আগত কবিরা। রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। দেশের কবিরা ছাড়াও নরওয়ে, সুইডেন, অস্ট্রিয়া ও ভারতের কবিরা কবিতা পাঠ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবিতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আসলাম সানী, যুগ্ম আহ্বায়ক তারিক সুজাত, বেলাল চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী, মহাদেব সাহা, মুনীর সিরাজী প্রমুখ। সমাজকল্যাণমন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন, তবে মঞ্চে ওঠেননি। শেষ দিন আজ রবিবার সেমিনার, কবিতা পাঠ এবং কবিতার গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে কবিতা পরিষদের ২৮তম আয়োজন।